মার্কিন বার্তা
AMERICAN CENTER 38-A, Jawaharlal Nehru Road, Calcutta 700 071
Tel: 2288-1200 (7 Lines) Fax: 033-2288-1616/9460 E-mail: pacal@state.gov
Public Affairs Office of the U.S. Consulate General Calcutta

ইরাকে বন্দী নির্যাতনের বিচার হবেই

কলিন পাওয়েল
(মার্কিন বিদেশ সচিব)

ইরাকের আবু ঘ্রাইব কারাগারে বন্দীদের ওপর অকথ্য নির্যাতনের ঘটনা প্রকাশ পাওয়ায় সকল মার্কিন নাগরিকের তীব্র মানসিক যাতনার অংশীদার আজ বিশ্বের নানা প্রান্তে আমাদের অনেক বন্ধু। আমার অন্তঃকরণ থেকে আমি সোজাসাপটা বলতে পারি -- আমরা এর মোকাবিলা করব। এর যথাযথ বিচার যাতে হয় তা আমরা দেখব। সমগ্র মার্কিন জাতির তরফে প্রেসিডেন্ট এজন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। আমরা সেই ক্ষমা চাওয়াকে আরও জোরদার করে তুলব।

মার্কিন সরকারের অধীনে দীর্ঘ ৩৫ বছর চাকরি করা একজন প্রাক্তন সৈনিক হিসাবে বলতে পারি, আমরা যা দেখলাম তা এক কথায় গভীর যন্ত্রনাদায়ক। আমার সৈনিক জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গেও এই ঘটনা একেবারে বেমানান। আমাদের আমলে বন্দীদের -- তা তারা যতই দোষ করুক বা নিরীহ হোক -- কখনও এরকম অত্যাচার করা হত না।

যা ঘটেছে তার কিছু আমরা লুকোচ্ছি না। প্রতিরক্ষা দপ্তরের শীর্ষ নেতৃত্ব মার্কিন কংগ্রেসের সামনে হাজির হয়ে প্রকাশ্য শুনানির সময় নানা প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। গোটা দুনিয়া তা দেখেছে। প্রতিরক্ষা সচিব ডোনাল্ড ছ'টি পৃথক তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন।

এই সব অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের দেওয়া জবাবের মাধ্যমেই আমেরিকার প্রকৃত শক্তি প্রকাশ পাবে। দোষীদের চিহ্নিত করে এবং এই ধরনের নির্যাতনের পুণরাবৃত্তি যাতে আর না ঘটে তা সুনিশ্চিত করে আমরা মুক্ত মনোভাব এবং দায়বদ্ধতার এক সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত স্থাপন করব। সমগ্র বিশ্ব দেখতে পাবে যে আমাদের দেশ চলে ন্যায়ের পথে এবং যে সব মূল্যবোধকে আমরা প্রাধান্য দিই তা আমাদের এই ঘটনার যথাযথ বিচার সুনিশ্চিত করতে প্রেরণা যোগায়।

এই বিষয়গুলি অবিলম্বে মোকাবিলা করার পাশাপাশি আমরা ইরাকের সার্বভৌমত্ব পুনরুদ্ধার করে ইরাকিদের জন্য একটি সুরক্ষিত ও সমৃদ্ধশালী দেশ গড়ার পথেও সাহায্য করে চলেছি। এই লক্ষ্যে এগিয়ে চলার ক্ষেত্রে আমরা ইরাকের জনগণ, রাষ্ট্রসঙ্ঘ এবং আমাদের জোটসঙ্গীদের সঙ্গে কাজ করছি। আগামী ৩০ জুন এক সম্পূর্ণ সার্বভৌম অন্তর্বর্তী ইরাকি সরকার যাতে শাসনভার নিতে পারে সেজন্য রাষ্ট্রদূত লখদর ব্রাহিমির তত্ত্বাবধানে রাষ্ট্রসঙ্ঘ ইরাকে যে তৎপরতা চালাচ্ছে তার প্রতি আমাদের পুরোপুরি সায় আছে। এই ব্যাপারে রাষ্ট্রসঙ্ঘ ইরাকের বিভিন্ন প্রান্তে প্রথম সারির নেতাদের সঙ্গে শলা-পরামর্শ

করছে। নতুন ইরাকি সরকারের প্রতি যাতে সমর্থন গড়ে তোলা যায় সেজন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদে আমাদের শরিকদের সঙ্গেও আমরা আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছি।

রাষ্ট্রসঙ্ঘ এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক গোষ্ঠীর সঙ্গে তাল মিলিয়ে নতুন এই ইরাকি সরকার আগামী বছর এক অবাধ, সুষ্ঠু ও মুক্ত নির্বাচনের পথে ইরাককে এগিয়ে নিয়ে যাবে। এই ভোট ইরাকিদের তাদের সরকার ও দেশের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের ব্যাপারে মত প্রকাশের সুযোগ দেবে।

জুনের শেষে রাষ্ট্রদূত পল ব্রেমার যখন ইরাক ছেড়ে চলে যাবেন তখন সেখানে আর কাউকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করা হবে না। কোয়ালিশন প্রভিশনাল অথরিটি ভেঙে দেওয়া হবে এবং যাবতীয় কর্তৃত্ব বর্তাবে ইরাকি সরকারের ওপর। ইরাকে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত জন নেগ্রোপন্টে সেখানে একটি দূতাবাস স্থাপন করবেন। ওই দূতাবাস ইরাকি সরকারের সঙ্গে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে কাজ করবে এবং ইরাকে চলতি পুনর্গঠন প্রক্রিয়াকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে।

ইরাকে আমরা বর্তমান প্রক্রিয়া চালিয়ে যাব এবং তাতে আমরা সফল হবই। এই সাফল্য ইরাকিদের এক নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে নিজেদের ভাগ্য নির্ধারণ করার সুযোগ দেবে। মহম্মদ বক্‌র আল হাকিম, সার্গিও ভিয়েইরা ডিমেলো, ইজ্জেদিন আল সালিম এবং অন্যান্য নিরীহ মানুষের আততায়ীরা ইরাকে আবার দমন-পীড়নের যুগ ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করলেও তা ব্যর্থ হবে।

আমাদের ভাবনা-চিন্তার অনেকটাই আজকাল ইরাক দখল করে থাকলেও একই সঙ্গে পশ্চিম এশিয়ায় শান্তি প্রক্রিয়ার সূচনা করতে আমরা আরব ও ইজরায়েলি মিত্রদের সঙ্গে আলোচনা চালাচ্ছি। এই ব্যাপারে যতক্ষণ না একটা আন্দোলন গড়ে তোলা যাচ্ছে ততক্ষণ বিষয়টি সমৃদ্ধি ও স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্য পূরণের ক্ষেত্রে সংশিষ্ট অঞ্চল, আমাদের ক্ষমতা এবং অঞ্চলের নেতৃত্বের কর্মক্ষমতার ওপর এক বিরাট বোঝা হয়ে ঝুলে থাকবে।

বিগত ২০০২ সালের জুন মাসে প্রেসিডেন্ট বুশ ভবিষ্যতের যে ছবি এঁকেছিলেন এখনও তিনি তার প্রতি পুরোপুরি অঙ্গীকারবদ্ধ। প্রেসিডেন্ট বুশ তখন পৃথক এক প্যালেস্তিনিয় রাষ্ট্র গড়ার কথা বলেছিলেন যা মিত্র ও প্রতিবেশী হিসাবে ইজরায়েলের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ ভাবে সহাবস্থান করবে এবং চিরদিন উভয় রাষ্ট্রই শান্তিতে থাকবে। প্রেসিডেন্ট বুশ সেই লক্ষ্য পূরণে অঙ্গীকারবদ্ধ এবং আমরা তা সফল করার জন্য উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি।

প্রেসিডেন্ট শ্যারণ এক সুযোগের সম্ভাবনা নিয়ে এগিয়ে এসেছেন। তা হল, গাজা ভূখন্ডে এবং ওয়েস্ট ব্যাঙ্কে যে সব চলতি বসতি রয়েছে সেগুলির উচ্ছেদ প্রক্রিয়ার সূচনা। এই সুযোগের সদ্ব্যবহার অবশ্যই করা উচিত। কারণ, এই প্রথম আমরা দেখছি, ওই অঞ্চলে বসতি উচ্ছেদের কথা বলা হচ্ছে। সেখানে নতুন বসতি গড়ে উঠছে না। আমাদের এগোনর পথে যা কিছুই করা হবে তা হতে হবে প্রস্তাবিত 'রোডম্যাপের' সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আমি প্যালেস্তিনিয় প্রধানমন্ত্রী কুরেইয়ের সঙ্গে দেখা করেছি এবং তাঁকে আমরা দেখিয়ে দিতে চাই যে আমরা এসেছি তাঁদের সাহায্য করতে।

প্যালেস্তিনিয়দের সঙ্গে আলোচনা করার সময় আমি তাঁদের উৎসাহ দেওয়ার চেষ্টা করেছি যাতে তাঁরা গাজা ভূখন্ডের দায়িত্ব নেওয়ার ব্যাপারে এবং আসন্ন পরিবর্তনের জন্য এখন থেকেই প্রস্তুতি নিতে

শুরু করেন। কীভাবে তাঁরা নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবেন, কেমন করে তাঁরা সন্ত্রাসের অবসান ঘটাবেন, আন্তর্জাতিক গোষ্ঠী কীভাবে তাদের সাহায্যের হাত বাড়াবে এবং মিশর ও জর্ডনের বন্ধুরাই বা কেমন ভাবে সাহায্য করবেন তা সবই প্যালেস্তিনিয়দের ভাবতে হবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের এই প্রান্তের প্রতিটি দেশের, প্রতিটি মানুষের বন্ধু ও অংশীদার হতে চায়। ইরাকে যে কাজ আমরা শুরু করেছি আমেরিকা চায় তা শেষ করতে। আমরা ইরাকিদের সাহায্য করতে চাই এমন এক সরকার গড়তে যা আইনের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং যে সমাজ হবে পশ্চিম এশিয়া উপসাগরীয় অঞ্চল-পরিবারের এক গর্বিত সদস্য। পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য যে প্রয়াসের অঙ্গীকার আমরা গ্রহণ করেছি তা থেকে আমরা পিছিয়ে আসব না। এই প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে যেতে প্যালেস্তিনিয় ও ইজরায়েলি সহকর্মীদের সঙ্গে আমরা যে কাজ আরম্ভ করেছি তা আমরা বন্ধ করব না।

****

দ্রষ্টব্য: এই নিবন্ধের সম্পূর্ণ ইংরেজি ভাষ্য আমেরিকান সেন্টারে পাওয়া যাবে। আপনি যদি মূল ইংরেজি বয়ানটি পেতে চান তাহলে আমেরিকান সেন্টারের প্রেস সেকশনে (টেলিফোন: ২২৮৮ ১২০০-০৬, ফ্যাক্স: ২২৮৮ ১৬১৬; ই-মেল: pascal@state.gov) যোগাযোগ করতে পারেন।